স্বপনপুরীর
প্রথম নিবেদন
ছেঁড়াবালি
কাহিনী ও পরিচালনা
তুলসী লাহিড়ী
পরিবেশক- ইষ্টার্ণ টকীজ লিমিটেড

স্বপনপুরীর নিবেদন

চোরাবালি

(বেঙ্গল ন্যাশান্যাল স্টুডিওতে ইষ্টার্ণ টকীজের মচেল্ ক্যামেরা ও আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত)

প্রযোজক : **শ্রীরথীন্দ্র নাথ সেন**

কথা, কাহিনী ও পরিচালনা : **তুলসী লাহিড়ী**

গীতিকার : **কবি শৈলেন রায়** (এম, পি'র সৌজন্যে) সুরশিল্পী : **বীরেন বসু**

চিত্রশিল্পী : বীরেন দে
শব্দধর : পরিতোষ বোস
রাসায়নিক : ধীরেন দে (রাধা ফিল্মস্)
সম্পাদক : রবীন দাস
নৃত্যপরিকল্পনা : দীপ্তেন্দু কুমার
দৃশ্যপরিকল্পনা : জ্যোতি সেন
স্থির চিত্রগ্রহণ : রতন দাস
রূপসজ্জা : ত্রিলোচন পাল
ব্যবস্থাপক : সূর্য্য লাডিয়া, খুকু ঘোষ

—সাহায্য করেছেন—

পরিচালনায় : জ্যোতি সেন, পরিমল ঘোষাল, খুকু ঘোষ।
চিত্রগ্রহণে : রতন দাস, বীরেন কুশারী।
শব্দগ্রহণে : সত্য ব্যানার্জী, দুর্গাদাস মিত্র, জগদীশ চক্রবর্ত্তী।
রসায়নাগারে : লালমোহন ঘোষ, সুধীর ঘোষাল, চণ্ডী শীল।
সম্পাদনায় : গোবর্দ্ধন অধিকারী।
ব্যবস্থাপনায় : শফিকুল ইসলাম, পঞ্চানন দাস, আব্বাস উদ্দিন, যুবরাজ মিত্র, জ্যোতিষ গুহ।
দৃশ্যপরিকল্পনায় : প্রফুল্ল নন্দী।
কারুশিল্পী : মিশ্রীলাল।

—চরিত্র রূপায়নে—

তুলসী লাহিড়ী, মনোরঞ্জন, কানু বন্দ্যো, প্রভাত, প্রশান্ত, সুনীল, বলীন, মনি, নৃপতি, পূর্ণ, গোপাল, অমিয়, স্বরপতি সুর ও আরও অনেকে

ও

পদ্মা, প্রভা, রমা, বন্দনা, নীলিমা, উমা প্রভৃতি।

পরিবেশক :—**ইষ্টার্ণ টকীজ লিমিটেড**
১২৭বি. লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

Chorabali

চোরাবালি

কয়লা খনি অঞ্চলে অমর গিয়াছিল কুলীমজুরদের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদের বাণী প্রচার করিতে। সেখানেই বৃদ্ধ দামোদরের সঙ্গে তার পরিচয়।

দামোদর কয়লা খাদের এক জন সামান্য কর্ম্মচারী। পদ মর্য্যাদা না থাকিলেও তার বংশ মর্য্যাদা আছে। 'রায় বংশের বেটি' হইয়া পাছে কল্যাণী নিরক্ষর থাকে এই জন্য অমরকে ধরিয়া পড়িয়া তিনি তাঁর মেয়ে কল্যাণীর শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

ইহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হইবার পর-অমর বুঝিতে পারে—ইহারা বড় অসহায়। সংসারে শুধুই বাপ আর মেয়ে,—মেয়ে আর বাপ। তিন কুলে আর কেহই নাই।

দামোদর একে বৃদ্ধ তার উপর তাঁর মদ্যপানের দোষ আছে। কল্যাণীকে ইহার জন্য যথেষ্ট সহ্য করিতে হয়। মা নাই বলিয়া সে মেয়ে হইয়াও বাপকে শাসন করে। কিন্তু মেয়ের শাসনে মোটেই ফল হয় না।

সেদিন মদ খাইয়া টলিতে টলিতে দামোদর কাজে বাহির হইলেন। কল্যাণী কত বারণ করিল কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। অমর কল্যাণীকে পড়াইতে আসিয়া দামোদরের অবস্থা স্বচক্ষেই দেখিল। কল্যাণীকে কাঁদিতে দেখিয়া অমর ছুটিয়া গেল দামোদরকে ফিরাইয়া আনিতে।

দামোদর তখন কুলী বস্তিতে ঢুকিয়া বিবিকে প্রহার করিবার জন্য তার মাতাল স্বামী গুরুচরণকে শাসন করিতেছিলেন। এদিকে অমর কয়লা খাদে নামিবার জন্য যে 'কেজে' চড়িয়াছিল সেই 'কেজ'টি শিকল ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। এই দুর্ঘটনায় অমর আহত হইল। তাহার সেবা শুশ্রূষার জন্য দামোদর তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। কল্যাণীর সেবা যত্নে অমর সুস্থ হইয়া উঠিল। অমর ও কল্যাণীর অন্তরে অজ্ঞাতসারে যে ভালবাসা বাসা বাঁধিয়াছিল তাহা এইবার স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। উভয়ের বিবাহ স্থির হইল। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অর্থের প্রয়োজন, সুতরাং অমরকে সমাজ তন্ত্রের সার্ব্বজনীন কল্যাণ ছাড়িয়া দিয়া নিজের কল্যাণে মনোনিবেশ করিতে হইল। একদিকে চাকুরীর চেষ্টা, অন্যদিকে বিবাহের আয়োজন।

অমরের এক খুড়া মহাশয় ছাড়া আর কেহই নাই। কাজেই অমর এ বিবাহে অনুমতি চাহিয়া খুড়া মহাশয়ের কাছে চিঠি লিখিল।

অমরের খুড়া রায় সাহেব ভোলানাথ এই চিঠি পাইয়া চটিলেন। এ বিবাহে তিনি অনুমতি দিতে পারেন না। তা' ছাড়া অমরের কাছেও তাঁর কিছু প্রত্যাশা আছে। অমরকে আসিবার জন্য তিনি মিথ্যা অসুখের সংবাদ দিয়া এক 'তার' করিলেন। অমর বিবাহ স্থগিত রাখিয়া খুড়া মহাশয়কে দেখিতে চলিয়া গেল।

ভোলানাথ কক্স বাজারে কাঠের ব্যবসা করিয়া প্রচুর পয়সা জমাইয়াছেন। পয়সা খরচ হইবে ভয়ে বিবাহ পর্য্যন্ত করেন নাই। এমন কি সর্ব্ব প্রকারে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া অকাল বার্দ্ধক্যে অচল হইয়া পড়িয়াছেন।

সুযোগ বুঝিয়া সাধুবেশধারী এক ধাপ্পাবাজ তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তন্ত্র ও মন্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া ভোলানাথের তনু মন উচাটন করিয়া তুলিয়াছে। অথচ ভোলানাথের ভোগের সামর্থ নাই, কাজেই তাঁর মনে হইতেছিল—অপরকে ভোগ করিতে দেখিলেও বোধ করি বা তিনি তৃপ্তি পাইবেন।

অমর আসিলে তিনি আসল উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করিয়া তাহাকে স্পষ্টই বলিয়া দিলেন সে যদি কলিকাতার ভব্য সমাজে মেলা মেশা করিয়া তাহাদের জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত হইতে পারে এবং সেই সমাজেরই কোন মেয়েকে বিবাহ করে তাহা হইলেই তিনি খুসী হইবেন। অবশ্য কলিকাতায় থাকার ও বিলাস ব্যসনের ব্যয় মাসে মাসে তিনিই বহন করিবেন।

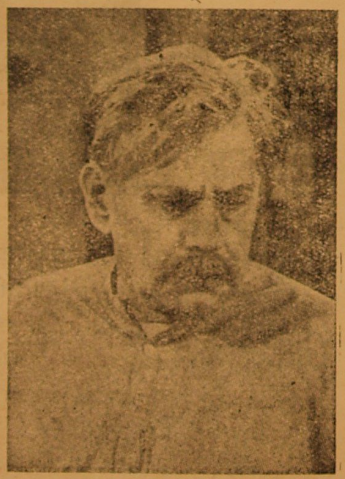

ভোলানাথের অস্বাভাবিক প্রস্তাবে অমর খুড়ার উপর বীতশ্রদ্ধ হইল। খুড়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া চাকুরির চেষ্টায় সে কলিকাতায় চলিয়া গেল।

তাহার সহপাঠী ও বন্ধু চারু কলিকাতার কোন অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। চাকুরির জন্য অমর তাহারই শরণাপন্ন হইল। কিন্তু চাকুরি এ বাজারে দুর্লভ। কাজেই চারু তাহাকে চাকুরির ভরসা না দিয়া খুড়ার প্রস্তাবে সম্মত হইতেই পরামর্শ দিল। নিজে সে নানা কারণে দেউলিয়া হইতে বসিয়াছে,—তা'র কথায় কে অমরকে চাকুরি দিবে?

খুড়া মহাশয়ের অদ্ভুত প্রস্তাবটা শুনিয়া চারুর ভৃত্য তথা মন্ত্রণাদাতা কুবের অমরকে চারুর উপদেশ মত চলিতেই অনুরোধ করিল। তবে অমর যখন কলিকাতায় থাকিয়া খুড়ার ইচ্ছানুযায়ী জীবনটাকে উপভোগ করিতে অনিচ্ছুক তখন সে নিজের ইচ্ছামত কয়লাখাদের মেয়েটিকে বিবাহ করিয়া সেখানেই ঘর বাঁধিতে পারে। কি করিয়া যে তাহা সম্ভব হইবে সেই উপায়ও কুবের বলিয়া দিল।

অমর প্রথমে রাজী হইল না। কিন্তু চারু এক রকম জোর করিয়াই তাহাকে রাজী করাইল। কারণ এ ব্যাপারে অমর রাজী হইলে চারুও মাসিক বৃত্তির বখ্‌রা পাইবে। খুড়াকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য যা' কিছু করা দরকার তা' কুবের আর চারুই করিবে, সুতরাং অমরের যেটুকু করণীয় তাহা চুকাইয়া দিয়া অমর করলা খনি অঞ্চলে চলিয়া গেল।

অমর ভোলানাথের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিজের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবার জন্য ভণ্ড স্বামীজীকে ভোলানাথ ধরিয়া পড়িলেন। সুযোগ বুঝিয়া স্বামীজী কায়কল্প চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিল। ভোলানাথ চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন।

মাসিক বৃত্তি পাইয়া অমর তখন একখানি বাড়ী তৈরী করাইতেছিল আর নানা রকম সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল। এমন সময় চারুর নিকট হইতে 'তার' আসিল —তৎক্ষণাৎ তাহাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে।

অমর কলিকাতায় পৌঁছিয়া চারুর মুখে আসন্ন বিপদের সংবাদ পাইল। খুড়া মহাশয় আসিতেছেন। ষড়যন্ত্র যদি ধরা পড়ে তবে বিপদ অনিবার্য। আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। এমন সময় খুড়া মহাশয়ও হাজির হইলেন।

চারুর বাড়ী দেখিয়া ভোলানাথ খুসী হইলেন। শয়ন ঘরে ঢুকিয়া চারুর বান্ধবী অনীতার ছবি দেখিয়াও সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু চারুকে দেখিয়া চটিয়া গেলেন এবং তাহাকে পরগাছা মনে করিয়া বাড়া হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

কুবের এতদিন ভোলানাথের নিকট অমরের স্বাক্ষরিত কাগজে যে সব আমোদ প্রমোদের বিবরণ ও উপস্থিত তরুণী ও মহিলাদের নামের তালিকা পাঠাইয়াছে ভোলানাথ সেই সব তরুণী ও মহিলাদের সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য তাহাদিগকে চায়ের নিমন্ত্রণ করিতে আদেশ দিলেন।

কিন্তু অমর কি করিয়া ব্যবস্থা করিবে! চারু ধরিল অমরকে। অমর তাহার রক্ষিতা চপলাকে এবং ঐ শ্রেণীর ছোট বড় আরও অনেককে ভাড়া করিয়া চায়ের আসরে পাঠাইয়া দিল। মজিদবাড়ীর টেপি সাজিল অভিজাত বংশীয়া নৃত্যশিল্পী ক্ষণিকা, চপলা সাজিল সু-লেখিকা সুলতা—এমনি বিভিন্ন ভূমিকায় ইহারা চায়ের আসরে অভিনয় করিয়া আসিল।

চপলার সঙ্গে আলাপ করিয়া ভোলানাথ মুগ্ধ হইলেন। সুযোগ বুঝিয়া চপলাও তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিবার আয়োজন করিল। দুই জনে বেশ জমিয়া গেল।

অমরের অবস্থা হইল শোচনীয়। অনীতাকে অমরের বান্ধবী ধারণা করিয়া ভোলানাথ অনীতাকে এমন ভাবে অমরের পিছনে লাগাইয়া দিলেন যে অমর তাহাকে ঠেলিয়া দিলেও সে যায় না। তাহার জীবন একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

দামোদর অনেক দিন অমরের সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কল্যাণীর অবস্থাও হইয়াছিল তাই। দামোদর আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া অমরের খবর লইতে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। দামোদর যখন চারুর বাড়ীতে পৌঁছিলেন অমর তখন অনীতার সঙ্গে ট্যাক্সিতে চড়িয়া সিনেমায় যাইতেছিল। দামোদর ভোলানাথের মুখে শুনিলেন অমর ওই অনীতাকেই বিবাহ করিবে। কলিকাতা হইতে ফিরিতেই নিবারণের সঙ্গে দেখা। বিপত্নীক হইবার পর হইতে সে কল্যাণীকে বিবাহ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু দামোদর এত দিন রাজী হন নাই। আজ নিরুপায় হইয়া নিবারণের সঙ্গেই কল্যাণীর বিবাহ দিবেন বলিয়া তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন।

বাড়ী পৌঁছিয়া কল্যাণীকে দামোদর কলিকাতার সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন এবং তিনি যে নিবারণের সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির করিয়াছেন তাহাও বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

নিবারণ বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সময়ে অসময়ে আসিয়া কল্যাণীর সঙ্গে ভাব জমাইবার চেষ্টাও সে করিতে লাগিল। কল্যাণী বড় সমস্যায় পড়িয়া গেল। নিবারণের কলুষ কলঙ্কিত হাতেই আত্ম সমর্পন করিবে কি কালের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করিবে এই কঠিন সমস্যার সমাধানে কল্যাণী মগ্ন হইয়া রহিল।

কিন্তু বিধাতার বিধানে কি ঘটিল তাহা আপনারা ছবি দেখলেই জানিতে পারিবেন।

গান

—এক—

মধুর পঙ্খী নাও আমার—
মধুর পঙ্খী নাও
আমার পালে লেগেছে কার
মন পবনের বাও
তোর এ কূল মাতে সোনার ধানে
এ কূল জাগে পাখীর গানে
কেন ফুল ছড়ায়ে প্রেমের গাঙে—
কূল হারাতে চাও।
মধুর পঙ্খী নায়ের মাঝি
কার বা গলার মালা
কার গজমতী মালা
ঐ নায়ে বোঝাই প্রেমের সোনা
কার বা বুকের জ্বালা
তোর এক গলুয়ে সূর্য্য বাঁধা
আর গলুইয়ে উজল চাঁদা
তোর একটী যে তীর একটি পাখা
কোন তীরে যে ধাও॥

—দুই—

পরদেশে বন্ধু গেল
কাঁইদে কাঁইদে গেল নিশি দিন
কেবল বিফল হ'লো
রাধার দেহ হ'ল ক্ষীন।
বুঝি বা কোন রসবতী
হরিল কৃষ্ণের মতি
না ফুটিতে ফুল ভ্রমর
হ'ল উদাসীন।
কপট কানাই গেল
না শুধিয়া ঋণ
রাধার না শুধিয়া ঋণ
প্রেমের না শুধিয়া ঋণ
চন্দ্রাবলী শ্যামচাঁদে
না জানি কেমনে বাঁধে
কি দোষ শ্যামের
সেত' বয়সে নবীন॥

—তিন—

অবেলায় কোকিল পাখী
ধইরেছে গো গান
বিদেশ হ'তে বন্ধু আসে
জুড়াতে পরাণ
ওগো জুড়াতে পরাণ।
কেন নাচে জানি না তা
দুখী বাঁ চোখের পাতা
অকালে নায়রে আসে
বরিষারি বান।
উদাসী হয়েছে বুঝি
আজি সাঁজের বেলায় ধাও
বন্ধুর পরশ লাগি
এলায় আমার গাও
দেহার লাগি দেহা কাঁদে
মন কেমনে বাঁচে
মনেতে উঠেছে আমার
প্রেমের তুফান॥

ইষ্টার্ণ টকীজের পরিবেশনে আসিতেছে ঃ

ইষ্টার্ণ টকীজের

নন্দরাণীর সংসার

Nandarani's Sansar.

কাহিনী ঃ—৺যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী

Yogesh Chandra Chowdhury.

পরিচালনা ঃ—পশুপতি কুণ্ডু

Pasupati Kundu.

সঙ্গীত রচনা ঃ—কবি শৈলেন রায়

সঙ্গীত পরিচালনা ঃ—গোপেন মল্লিক

রূপায়নে ঃ চিত্রজগতের চিত্তহারী সকলেই

★ ★ ★

মহালক্ষ্মীর

মহাসম্পদ

Mahasampad

কাহিনী ও পরিচালনা ঃ—তুলসীদাস লাহিড়ী

সঙ্গীত রচনা ঃ—কবি শৈলেন রায়

সঙ্গীত পরিচালক ঃ—গোপেন মল্লিক

দেখিবার, শুনিবার ও ভাবিবার মত একখানি চিত্র।

Tulsi das Lahiri.

Published by Eastern Talkies Limited & Printed at Prosanna Printing Press
26, Bose Para Lane, Baghbazar Calcutta.

মূল্য দুই আনা